সংবাদ

তারিখ 20 MAY 2010
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

মেয়ে শিশুদের শিক্ষা : কিছু ভাবনা

ফাহমিদ ফারহান

(গতকালের পর)

এছাড়া খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা ও মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি চালুর কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশুদের উপস্থিতির হার অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। ১৯৯৩ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪২ লাখ ২ হাজার, যার মধ্যে মেয়ে শিশুর সংখ্যা ছিল ৬৬ লাখ ২১ হাজার অর্থাৎ প্রায় ৪৬.৬২ শতাংশ। সেখানে ১৯৯৫ সালে মোট শিক্ষার্থী ও মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এসে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১ কোটি ৬৪ লাখ ২৯ হাজার এবং ৭৭ লাখ ৯ হাজারে। অর্থাৎ ২ বছরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১৫ শতাংশ। আর বর্তমানে অর্থাৎ ২০০৯ সালে এসে মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে মেয়ে শিশুদের সংখ্যা ৫০.১ শতাংশ, যা নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ২০০৮ সালের তথ্যানুসারে দেখা যাচ্ছে, সেখানে ৫২ শতাংশ ছেলে ক্লাসে টিকে থাকে সেখানে মেয়েদের টিকে থাকার হার ৫৯ শতাংশ।

এসব তথ্য আমাদের ইঙ্গিত দেয় ভবিষ্যতের একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের। তবে এ নিয়ে আত্মপ্রসাদে ভোগার অবকাশ নেই। এসব মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হবে। তাদের ভার বহন করার ক্ষমতা আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর আছে কি-না তাও বিবেচনায় আনতে হবে। দেশের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির জন্যই তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া আরও একটি বিষয় বিবেচনায় নেয়া উচিত। ১৯৭৩ সালে যেখানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৬ হাজার বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩৮ হাজারে। অনেক গ্রামেই স্কুল নেই। শিশুদের পায়ে হেঁটে দূরের স্কুলে যেতে হয়। এ প্রতিবন্ধকতার কারণে অনেক শিশু বিশেষত মেয়ে শিশুরা স্কুলে অনুপস্থিত থাকে। তাই ১০০ শতাংশ শিশুকে স্কুলমুখী করতে হলে এ সমস্যা অবশ্যই সমাধান করতে হবে। এছাড়া রয়েছে দুর্নীতির সমস্যা। দুর্নীতির কারণে ১৯৯২ সালে চালু করা 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি' পরে বাতিল করা হয়। এর পরিবর্তে চালু করা হয় ভাতা প্রদান কর্মসূচি। তবে এ কর্মসূচিও পুরোপুরি দুর্নীতিমুক্ত রয়েছে বলে মনে করার কোনও কারণ নেই। এর ফলে দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই যাদের ভাতা প্রয়োজন তারা বঞ্চিত হচ্ছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রসংখ্যা অধিক হারে প্রদর্শন করে সরকারের কাছ থেকে বাড়তি ভাতা আদায়ের ঘটনাও বিরল নয়। সরকারের উচিত এসব বিষয়ে সতর্ক হওয়া। আমরা আশা করছি, সরকার এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন।

[প্রান্তস্বর, ১১ জানুয়ারি, ২০১০]